অক্টোবর ২৩, ২০০৬

শ্রদ্ধেয় প্রধানমন্ত্রী,

রাষ্ট্রীয় জ্ঞান আয়োগ স্কুল শিক্ষার সঙ্গে জড়িত একাধিক বিষয় নিয়ে (যেমন প্রবেশাধিকার, শিক্ষার মানও অন্যান্য) পরীক্ষা করে দেখেছে। আমরা বিশ্বাস করি প্রগতির একটা গুরুত্বপূর্ণ সোপান হলো উঁচু মানের স্কুল শিক্ষার ব্যবস্থা করা যাতে থাকবে জাতি-ধর্ম-ভাষা-প্রান্ত নির্বিশেষে সবার প্রবেশাধিকার এবং তা হলেই ভারতকে জ্ঞান সমাজের নির্মাণের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে। আমরা এখন বিভিন্ন বিষয়ে অনেক বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করছি এবং সেসব বিষয়ে স্কুলশিক্ষা নিয়ে বিস্তারিত সুপারিশ আমরা পরে পাঠাচ্ছি।

তবে এই মুহূর্তে আমরা বিশেষ করে কেন্দ্রীয় সরকারের আদর্শ শিক্ষার অধিকার সংক্রান্ত বিধি নিয়মটি নিয়ে কথা বলতে চাই যা সব রাজ্যের শিক্ষা সচিবের কাছে পাঠানো হয়েছে কিছু উৎসাহজনক প্রস্তাবের সঙ্গে যাতে এগুলিকে রাজ্যস্তরে আইন রূপে পাশ করানো যায়। আমরা এই আইনের খসড়াটি নিয়ে নিজেরাও খুঁটিয়ে দেখেছি ও নানান স্তরের বিশেষজ্ঞ ও শিক্ষাবিদদের সঙ্গে আলোচনা করেও দেখেছি। আমদের মনে হয়েছে যে এই আদর্শ আইনের খসড়াটি একাধিক কারণে দোষযুক্ত। বিশেষ করে একথা বিচার করা দরকার যে সংবিধানের ২১ক ধারা অনুযায়ী সরকার যে অঙ্গীকার করেছেন, তার কথা স্মরণে রেখে কেন্দ্রীয় সরকারকেই এমন আইন পাশ করে সর্বত্র প্রযোজ্য ব'লে ঘোষিত করতে হবে যাতে এটি সর্বজনগ্রাহ্য হয়। আমরা জানি যে এই প্রসঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রবাদী মানুষজনের দিক থেকে নানান আপত্তি উঠতে পারে, কারণ স্কুল শিক্ষা মূলতঃ রাজ্য সরকারগুলির দায়িত্ব।

তবে আমরা মনে করি পুরো ব্যাপারটার একটা সমাধান সূত্র বের করা সম্ভব একটা কেন্দ্রীয় আইনের মাধ্যমে। নিম্নোক্ত বিষয় বিস্তার লক্ষ্যনীয়:

১. কেন্দ্রীয় আইন: শিক্ষার অধিকারকে সংবিধানের ধারা ২১ক অনুসারে একটা অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মানবাধিকার রূপে ঘোষিত করতে হবে। যেহেতু কোন নাগরিকের জন্ম কোথায় হয়েছে এ প্রসঙ্গে সেই তথ্য জরুরী নয়, তাই প্রতিটি রাজ্যকে শুধুমাত্র পৃথকভাবে এই আইন পাশ করাতে বলে ভারত সরকার এ বিষয়ে নিজের দায় থেকে মুক্তি পেতে পারেন না। তাই, পঞ্চায়েতী রাজ (সংশোধক) আইনের মতো একটি কেন্দ্রীয় আইন পাশ করানো উচিত, যাতে রাজ্য সরকারগুলিকে একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে শিক্ষার অধিকার সংক্রান্ত আইনটিকে পাশ করাতে বলতে হবে, শুধু একটাই দায়িত্ব মূলতঃ কেন্দ্রীয় সরকারকে বহন করতে হবে, যা হলো এর জন্য প্রয়োজনীয় আর্থিক সহায়তার ব্যবস্থা করা।

২. আর্থিক অনুদানের প্রতিশ্রুতি: কেন্দ্রীয় সরকারকে শিক্ষার অধিকারের জন্য প্রয়োজনীয় অতিরিক্ত খরচের বেশির ভাগ অংশ বহন করতে হবে। তাই কেন্দ্রীয় আইনের সঙ্গে সঙ্গে আর্থিক অনুদানের ব্যবস্থাও রাখা দরকার যাতে কেন্দ্রীয় সরকার প্রারম্ভিক শিক্ষাকোষ-এর জন্য করের তহবিল থেকে রাজ্য সরকারগুলিকে রাজস্বের অংশ দেন এবং তারও অতিরিক্ত যা লাগবে তা দেন সমস্ত শিশুর শিক্ষার অধিকারের জন্য। সার্বভৌম প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার জন্য প্রয়োজনীয় এই অতিরিক্ত আর্থিক অনুদানের অঙ্কের বিষয়ে যে হিসেব করা হয়, তাতে মনে হয় জি.ডি.পি.র ০.৮% থেকে ২.৫% অবধি দরকার হতে পারে, যা নির্ভর করবে এই হিসেবের জন্য কোন বিষয় মান ধরে বিচার করা হয়েছে। তবে মনে হয় প্রয়োজনীয় আর্থিক অনুদানের পরিমাণ এর মধ্যে নিচের দিকেই হবে কারণ ইতিমধ্যে বেশ কিছু রাজ্যেই প্রায় শত প্রতিশত ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে ও বাকি বেশ ক'টি রাজ্যে সর্বশিক্ষা অভিযানের ফল হিসেবে প্রবেশাধিকারের ক্ষেত্রে বিরাট ফারাক এসেছে।

৩. সময় সীমা: রাজ্য-স্তরের আইনে একটা সময় সীমার উল্লেখ থাকা দরকার যে কালের বা সময়ের মধ্যে উচ্চমানের সার্বভৌম শিক্ষার ব্যবস্থা করার যোজনা করা হয়েছে -- আদর্শ হওয়া উচিত তিন বছরের সময় সীমা। যে আদর্শ আইনের কথা আমরা আলোচনা করছি তাতে প্রায়োগিক দিক থেকেও আইনটির গ্রহণযোগ্যতার দিক থেকেও কোনো সময়-সীমা বেঁধে দেওয়া হয়নি।

৪. আদর্শ ও মানের বিষয়ে উল্লেখ: একটা ন্যূনতম মানের শিক্ষার ব্যবস্থার কথা ভাবতে গেলে সর্বাগ্রে দরকার স্কুলগুলির পক্ষে একটা মানের লিখিত উল্লেখ করা। আদর্শ আইনের লিখিত রূপে এমন কোনো মানের কথা বলা হয়নি এবং স্কুলগুলিকে অন্ততঃপক্ষে কেমন মানের শিক্ষা দিতে হবে সেকথাও বলা হয়নি। ওই খসড়ায় শুধু উল্লেখ রয়েছে একটা 'তুলনীয় মান'-এর যেখানে মানটির কোনো বিবরণ দেওয়া হয়নি যদিও মানের বিষয়ে প্রতিশ্রুতি একটা জটিল প্রক্রিয়া, স্কুল পিছু কজন শিক্ষক থাকতে হবে বা কজন বিদ্যার্থীর জন্য থাকবে একটি ক'রে শিক্ষক; শিক্ষার মান ও সুবিধাই বা কমপক্ষে কেমন হওয়া দরকার, এ বিষয়ে একটা স্পষ্ট উল্লেখ আইনে থাকা বাঞ্ছনীয়।

৫. শিক্ষকদের যোগ্যতার বিষয়ে উল্লেখ: যেহেতু উচ্চমানের শিক্ষা-ব্যবস্থায় শিক্ষকদের ভূমিকা অনেকখানি, তাই শিক্ষকদের পূর্বনির্বাচিত অথচ নমনীয় যোগ্যতার মাপের বিষয়ে উল্লেখ থাকা একান্তই দরকার। আদর্শ আইনটির খসড়াতে না আছে শিক্ষকদের যোগ্যতার বিবরণ, না রয়েছে চাকুরীতে নিয়োজিত শিক্ষকদের কেমন প্রশিক্ষণ হওয়া উচিত, তার বিবরণ। তবে এখানেও শিক্ষণীয় যোগ্যতা ও প্রশিক্ষণের মানের কথা বলা উচিত।

৬. আদালতের বিচার যোগ্যতা: যে কোন অধিকার, শিক্ষার অধিকার তো বটেই, তখনই অর্থবহ হতে পারে যখন তা বিচার যোগ্যতার আওতায় পড়ে। কিন্তু আদর্শ আইনের যে খসড়া রাজ্য সরকারগুলির কাছে পাঠানো হয়েছে তাতে দায় ছেড়ে দেওয়া হয়েছে শিশুর বাবা মা বা অভিভাবকদের উপরেই। এ বিষয়ে বিভিন্ন স্তরে সরকারের কী দায়িত্ব সে বিষয়ে উল্লেখ বাঞ্ছনীয় এবং তা আদালতের বিচারের যোগ্যও হতে হবে। রাষ্ট্রীয় গ্রাম্য জীবিকার দায়বদ্ধতা বিষয়ক আইনকে (ন্যাশনাল রুরাল এমপ্লয়মেন্ট গ্যারান্টী এক্ট বা এন.আর.ই.জি.এ.) এই প্রসঙ্গে একটা উদাহরণ রূপে নেওয়া যেতে পারে।

৭. প্রতিবিধানের ব্যবস্থা: আইনি সুবিচারের ব্যবস্থা করতে গেলে প্রতিবিধানের জন্য একটা ব্যবস্থার রূপরেখা তৈরি করতে হবে ও ছাত্রদের জন্য বা অভিভাবকদের জন্য একটা আদর্শ পদ্ধতি তৈরি করে দিতে হবে সেই সব ক্ষেত্রে যেখানে এই অধিকার পালিত হয়নি।

৮. সার্বভৌম বিদ্যালয়-শিক্ষা ব্যবস্থা: স্কুল শিক্ষা সবার জন্য সমানভাবে আনতে গেলে দরকার প্রতিবন্ধীদের, ভূমিহীন মানুষদের এবং সংখ্যালঘু সমাজের ছেলে-মেয়েদের অন্যান্য শ্রেণীর মানুষের শিশুদের সঙ্গে সমান সুযোগ সুবিধা দেওয়া এবং বিশেষ করে যেসব শিশুরা জন্ম থেকে কোন না কোন অসুবিধা নিয়ে এসেছে বা যাদের বিশেষ সহায়তা দরকার -- তাদের জন্যও উচিত ব্যবস্থা করা। এর প্রথম শর্ত হলো এই যে অন্ততঃ সরকারী স্কুলে ভিন্ন ভিন্ন সামাজিক, অর্থনৈতিক বা সাংস্কৃতিক অবস্থান থেকে যে শিশুরা পড়তে আসবে তাদের মধ্যে কোন রকমের ভেদ করা চলবে না। অথচ, আদর্শ বিলটিতে এমন সুযোগ রয়েছে যে চাইলে একটা বিভেদসূচক স্কুল ব্যবস্থা সমান্তরালভাবে গড়ে তোলা যাবে যার ফলে যেসব শিশুরা জন্ম ও সামাজিক সূত্রে অসুবিধাজনক শ্রেণী থেকে উঠে আসছে তাদের জন্য অন্যান্যদের তুলনায় স্বাভাবিক ও নিয়মিত স্কুল শিক্ষার ব্যবস্থা না করে একটা স্তরবিন্যস্ত শিক্ষা ব্যবস্থা তৈরি করা হবে, কারণ এইসব ক্ষেত্রে শুধু অনৌপচারিক শিক্ষার জোগাড় করলেই চলবে।

এটা স্বাভাবিক যে সকল ক্ষেত্রেই স্কুল ব্যবস্থাকে এমন নমনীয় করতে হবে যে ছাত্র-ছাত্রীদের বিশেষ প্রয়োজনের দিকে এখানে নজর দেওয়া হবে।

উপরোক্ত বিন্দুগুলির বিষয়ে আমরা প্রয়োজন হলে আরো বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিতে রাজি আছি। রাষ্ট্রীয় জ্ঞান আয়োগ এই মুহূর্তে শিক্ষা ক্ষেত্রে যাঁরা দায়বদ্ধ তাঁদের সবার সঙ্গে আলোচনা করছে এবং স্কুল শিক্ষা সংক্রান্ত অন্যান্য সব বিষয়ে খুঁটিয়ে দেখছে। বিশেষ করে আমরা এখন ধ্যান দিচ্ছি কিভাবে সমান রূপে শিক্ষার ব্যবস্থা করা যেতে পারে, স্থানীয় বিভিন্ন সম্প্রদায় কোন উপায়ে প্রাতিষ্ঠানিক নিয়ন্ত্রণ ও অন্যান্য প্রক্রিয়ার মাধ্যমে উন্নততর স্কুল শিক্ষাকে আনতে বা বজায় রাখতে সাহায্য করতে পারেন কিংবা কিভাবে সাধারণ

সর্বজনীয় স্কুল ব্যবস্থা বা প্রতিবেশী অঞ্চলে স্কুলের সুযোগ তৈরি করা যায় অথবা বিশেষ বিশেষ স্থানে কেমন করে যথাযোগ্য মানের ও সংখ্যার শিক্ষককে তৈরি করা যায় -- এইসব বিষয়ে। নিকট ভবিষ্যতে আরো বৃহত্তর কিছু সুপারিশ ও সংস্তুতি আমরা তৈরি করবো স্কুল শিক্ষার বিষয়ে এবং সেসবই আপনাকে আমরা নিবেদন করবো।

ধন্যবাদান্তে এবং আন্তরিক অভিবাদন সহ,

স্যাম পিত্রোদা

অধ্যক্ষ

রাষ্ট্রীয় জ্ঞান আয়োগ

কপি: শ্রী অর্জুন সিং, মানব সংসাধন বিকাশ মন্ত্রী,

শ্রী মন্টেক সিং আলুওয়ালিয়া, উপাধ্যক্ষ, যোজনা আয়োগ